DELHI PUBLIC SCHOOL, DURGAPUR
QUESTION BANK & REVISION SHEET FOR FINAL TERM (2017-18)
BENGALI (2ND LANG.) CLASS-VIII

LITERATURE

দেবসভায় বেহুলা

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর -

১। দেবতাদের মধ্যে কে অধীর হয়ে পড়েছিলেন ?
২। বেহুলা কি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন ?
৩। স্বর্গে বেহুলাকে কে নিয়ে গিয়েছিল ?
৪। দেবতারা বেহুলাকে কি করতে বলেছিল ?
৫। দেবসভার অপ্সরাগণের নাম উল্লেখ কর।
৬। দেবতারা বেহুলাকে নাচবার আদেশ কেন দিয়েছিল ?
৭। দেবসভায় কাকে আহ্বান করা হয়েছিল ?
৮। কে বাহুলার স্বামীর প্রাণ দান করবেন ?
৯। বিষহরি মাতাকে কারা খুঁজতে লাগলেন ?
১০। বেহুলার মুখ কখন শুকিয়ে গিয়েছিল ?
১১। দেবসভায় বেহুলাকে কে নিয়ে এসেছিলেন ?
১২। সেখানে ইন্দ্র কিভাবে বসেছিলেন ?
১৩। শিব মনসার কাছে কি অঙ্গীকার করেছিলেন ?
১৪। চন্দ্রধরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কি ? তার কিভাবে মৃত্যু হয়েছিল ?
১৫। বেহুলার নৃত্য সম্পর্কে দেবতারা কি কথা বলেছিলেন ?
১৬। বেহুলার স্বামী কে ?
১৭। তার মৃত স্বামীকে কে প্রাণদান করবেন ?
১৮। বেহুলা কি দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন ?
১৯। চাঁদের স্ত্রীর নাম কি ?
২০। চন্দ্রধরের পুত্রদের নাম কি ?
২১। মহাদেব বিষহরিকে কি বলে আশ্বস্ত করেছিলেন ?

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর -

১। এ কী নিষ্ঠুর আদেশ-এ কী বিসদৃশ আজ্ঞা।
২। ইহা স্বর্গে দ্বিতীয় অমৃতভান্ডে সৃষ্টি করিল।
৩। তখন বেহুলার মুখ শুকাইয়া গেল।
৪। তোমার অভিষ্ট লাভ করিতে বিলম্ব হইবে না।

প্রশ্নোত্তর -

১। **"তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য আমরা এই আদেশ দিয়েছিলাম।"**
কে কাকে একথা বলেছে ? তারা কি আদেশ দিয়েছিলেন এবং কেন ? এর ফল কি হয়েছিল ?

২। **"চাঁদ তাহাতেও সম্মত হয় নাই।"**
চাঁদ কে ? সে কার কোন কথায় সম্মত হয়নি ? কেন সম্মত হয়নি ?

৩। **"দেবাদিদেব শিব অধীর হয়ে পড়লেন।"**
কখন দেবাদিদেব শিব অধীর হয়ে পড়েছিলেন ? তখন তিনি কি করেন ?

৪। **"এই কথায় বেহুলার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।"**
বেহুলা কে ? কার কোন কথায় কখন তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল ? তিনি কিসে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন ?

৫। **"তখন মনসা দেবী সেই দেবসভায় একে একে তাঁহার পরিতাপের কথা বলিতে লাগিলেন।"**
মনসা দেবী কে ? 'সেই দেবসভা' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ? তাঁর পরিতাপের কথাগুলোর বর্ণনা দাও।

৬। **"তিনি তো বেহুলার স্বামীকে প্রাণ দান করিবেন।"**
তিনি কে ? বেহুলার স্বামী কে ? তিনি কেন বেহুলার স্বামীকে প্রাণ দান করবেন ?

৭। **"আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, তোমার আর কিছু অভীষ্ট থাকে তো প্রার্থনা করো।"**
কে কাকে একথা বলেছেন ? কখন বলেছেন ? 'আর কিছু' কথাটির তাৎপর্য কী ? তিনি আর কী কী প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন ? প্রার্থনা পূরণের জন্য বক্তা কোন শর্ত আরোপ করেছিলেন ?

৮। **"বেহুলা বিস্মিত হইলেন।"**
বেহুলা কে ? কোন প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে ? তিনি কি দেখে বিস্মিত হন ?

অরবিন্দ প্রসঙ্গ

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর -

১। অরবিন্দ ঘোষ আমাদের কাছে কি নামে পরিচিত ?
২। শ্রী অরবিন্দর ছোট ভাইয়ের নাম কি ?
৩। শ্রী অরবিন্দর দ্বিতীয় সত্ত্বার নাম কি ?
৪। পূর্ণ স্বরাজের দাবী কে জানিয়েছিল ?
৫। শ্রী অরবিন্দর কোন মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ?
৬। শ্রী অরবিন্দের চিঠি পড়ে সুভাষ চন্দ্রের মনে কি বিশ্বাস জেগেছিল ?
৭। কত সালে অরবিন্দ বাংলাদেশ ছেড়ে বিদেশে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলেন ?

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর -

১। আমি যেন প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেলাম। ২। আমাদের প্রত্যেককে আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎশক্তির এক একটি ডায়নামো হতে হবে।

প্রশ্নোত্তর -

১। **"আমি যেন প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেলাম।"**
আমি কে ? প্রকৃত সত্য বলতে কি বোঝানো হয়েছে ? সেই সত্যের সন্ধান লেখক কিভাবে পেয়েছিলেন ?

২। **"আমাদের হাতেও মাঝে মাঝে এই চিঠি আসত।"**
আমাদের বলতে কাদের কথা বোঝানো হয়েছে ? কার লেখা চিঠির কথা এখানে বলা হয়েছে ? সেই চিঠির বিষয়বস্তু কি ছিল ?

৩। **"অনেক অদ্ভুত গল্প শোনা যেত।"**
কার লেখা কোন গল্পের অংশ ? কোন সময় এই অদ্ভুত গল্প শোনা যেত ? অদ্ভুত গল্পটি কি ছিল ?

৪। **"সারা কোর্টে সেদিন হাসাহাসির ধুম পড়ে গিয়েছিল।"**
হাসাহাসির ধুম পড়ার কারণ কি ? হাসাহাসির কাকে নিয়ে শুরু হয়েছিল ?

৫। **"সারা ভারতেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।"**
কার সম্বন্ধে এই উক্তি ? তিনি কেমন ধরণের ব্যক্তি ছিলেন ? কেন তাঁর খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল ? তিনি কি নামে পরিচিত ছিলেন ? তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম কি ছিল ?

৬। **"এইসব বাণী আমাকে ততটা আকৃষ্ট করেনি যতখানি তাঁর জীবন দর্শন আকৃষ্ট করেছিল।"**
আমাকে বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে ? তাঁর বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে ? তাঁর কোন কথা বক্তাকে আকৃষ্ট করেছিল ?

৭। **"তাঁকে মানব জাতির আদর্শ গুরু বলে মেনে নিতাম।"**
বক্তা কে ? কার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে ? কখন তিনি তাঁকে মানব জাতির আদর্শ গুরু বলে মেনে নিতেন ?

বাল্মীকি বন্দনা

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর -

১। (দীন আমি!) রত্নরাজি, তুমি নাহি দিলে / রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, করো অকিঞ্চনে।
২। মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি / মনোহর;
৩। কৃত্তিবাস, কীর্তিবাস কবি, এ বঙ্গের অলংকার।

প্রশ্নোত্তর -

১। **"হে ভারতের শিরঃ চূড়ামণি / তব অনুগামী দাস।"**
কার সম্বন্ধে একথা বলা হয়েছে ? কে একথা বলেছেন ? কেন একথা বলেছেন ?

২। **"হে পিতঃ, কেমনে / কবিতা-রসের সুরে রাজহংস-কুলে / মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি ?"**
কে একথা বলেছেন ? কাকে একথা বলেছেন ? আলোচ্য অংশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৩। **"নমি আমি, কবি গুরু, তব পদাম্বুজে।"**
কবিগুরু বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে ? পদাম্বুজে শব্দের অর্থ কি ? কবি কেন একথা বলেছেন ?

জীবন বন্দনা

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর -

১। আমি মরু-কবি-গাহি সেই বেদে বেদুইনদের গান / যুগে যুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব-অভিযান।
২। জীবনের আতিশয্যে যাহারা দারুণ উগ্রসুখে / সাধ করে নিল গরল পিয়ালা, বর্শা হানিল বুকে।

প্রশ্নোত্তর -

১। **"শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি-তলে / ত্রস্তা ধরণি নজ্‌রানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।"**
'শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন' বলতে কি বোঝ ? 'ধরণি ত্রস্তা' কেন ? 'নজ্‌রানা' কাকে এবং কিভাবে দেয় ?

২। **"কূপ-মন্ডুক 'অসংযমী'র আখ্যা দিয়াছে যারে / তারি তরে ভাই, গান রচে যাই বন্দনা করি তারে।"**
কবি কাদের 'কূপ-মন্ডুক' আখ্যা দিয়েছেন ? কবি কাদের জন্য গান রচনা করতে চান ?

৩। **"তারাই গাহিল নব প্রেম-গান ধরণি মেরির জিশু-"**
উদ্ধৃত লাইনটি কোন কবির কোন কবিতার অংশ ? তারা বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে ? 'ধরণি মেরির জিশু' বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন ?

ছোটোর দাবি

সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা কর -

১। অতি-বড়ো তুচ্ছ যা তাই / ভালোবাসি আমরা সবাই। ২। মা মেনকার অশ্রুকণায় বিশাল গিরীশ পড়ল ঢাকা।

প্রশ্নোত্তর -

১। **"ভুলতে নারি রামের মিলন গুহক-গৃহে মিতার সাথে।"**
গুহক কে ? কোথায় কীভাবে তার সঙ্গে রামের মিলন হয় ? সে কথা ভোলা যায় না কেন ?

২। **"হাজার হাজার মূর্তি তাঁহার / উহার কাছে মানছে যে হার।"**
কার লেখা কোন কবিতার অংশ ? এখানে তাহার বলতে কার কথা বোঝানো হয়েছে ? উদ্ধৃতাংশটির মধ্য দিয়ে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন ?

৩। **"ভুলি কোশল পৌরভবন, ভুলতে নারি অশোক কানন / সরমার সে সখিত্বটি বন্দিনী মা সীতার সাথে।"**
কোশল কোথায় অবস্থিত ? অশোক কাননের কথা ভুলতে পারা যায় না কেন ? সরমা কে ? সরমা ও সীতার সঙ্গে কীভাবে সখিত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছি। ?

৪। **"বাঁশরি আর শিখীর পাখা / সুদর্শনকে দেয় যে ঢাকা, সুদামার প্রেম-সখ্যে যে ম্লান পান্ডব এবং কৌরবও।"**
শিখী কথার অর্থ কি ? আলোচ্য অংশের তাৎপর্য উল্লেখ কর।

জাহানারা

প্রশ্নোত্তর -

১। **"কর্মহীন অবসরে সাহাজাদী কবিতা রচনা করেন আপন মনে।"**
সাহাজাদী কে ? তিনি কর্মহীন কেন ? মৃত্যুর পর তাকে কোথায় সমাধিস্থ করা হয় ?

২। **"একমাত্র ঘাস ছাড়া আর যেন কিছু না থাকে আমার সমাধির উপরে।"**
কার উক্তি ? তিনি কেন এমন ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন ? তাঁর দেহ কিভাবে সমাধিস্থ হয়েছিল ?

৩। **"পুত্র পাঠিয়েছে পিতাকে উপহার।"**
পিতা ও পুত্রের পরিচয় দাও। পুত্রের কাছ থেকে উপহার পেয়ে পিতার প্রথমে কি মনে হয়েছিল ? পুত্র পিতাকে কি উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং কেন ?

৪। **"এ ছলনা চাতুরীময় পৃথিবীর কোনো কিছুতেই লোভ নেই তাঁর।"**
কে, কাকে একথা বলেছেন ? তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল ? এরপর বক্তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কীরূপ আচরণ করে ?

৫। **"স্বেচ্ছায় বরণ করলেন শাজাহানের সহবন্দীত্ব।"**
কে স্বেচ্ছায় শাজাহানের সহবন্দীত্ব গ্রহণ করলেন ? শাজাহান বন্দী কেন ? বন্দীনী হয়ে তিনি কিভাবে সময় কাটাতেন ?

৬। **"আমার মত দীন অভাজনের সেই তো শ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন।"**
কার উক্তি ? তিনি দীন অভাজন কেন ? কিসের আচ্ছাদন এবং তা শ্রেষ্ঠ কেন ?

যোগেন পন্ডিত

প্রশ্নোত্তর -

১। **"যোগেন পন্ডিত স্তব্ধ হয়ে দরখাস্ত খানা দেখছিলেন।"**
যোগেন পন্ডিত কে ? ছাত্ররা যোগেন পন্ডিতকে কি বলে ডাকত ? এখানে কোন দরখাস্তের কথা বলা হয়েছে ? তিনি তা স্তব্ধ হয়ে দেখছিলেন কেন ?

২। **"তিনি ছেলেদের মারতেন বটে, কিন্তু ভালোও বাসতেন।"-**
কার লেখা কোন গল্পের অংশ ? কার কথা বলা হয়েছে ? তার চেহারার বর্ণনা দাও। তিনি যে ছেলেদের ভালোবাসতেন তা কি থেকে মনে হয় ?

৩। **"তার সাবেক চাল আর সহ্য করতে পারছেনা লোকে।"-**
কার সাবেক চাল ? কি রকম সাবেক চাল ? কারা এবং কেন তা সহ্য করতে পারছেনা ?

৪। **"নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি যেন।"**
কার কথা এখানে বলা হয়েছে ? কি দেখে এবং কেন তার এই অবস্থা হয় ? তারপর তিনি কি সিদ্ধান্ত নেন ?

৫। **"নূতন যুগের নূতন চালচলনের সঙ্গে কিছুতেই তিনি মানিয়ে চলতে পারলেন না।"**
কার কথা এখানে বলা হয়েছে ? তার চেহারার বর্ণনা দাও। তিনি কতদূর পথ হেঁটে কটার সময় পাঠশালা পৌঁছতেন ?

৬। **"স্কুলের ছুটি হয়ে যাক। তারপরে বলবক্ষণ।"**
কে কাকে বলেছেন ? তিনি কোন কথা স্কুল ছুটি হলে বলবেন ? কেনই বা স্কুল ছুটির পর সে কথা বলতে চান ?

WRITING
(অনুচ্ছেদ লিখন)

১।	বিজ্ঞানের অপব্যবহার	২।	শরীর গঠনে খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তা	৩।	রক্তদান একটি সামাজিক কর্তব্য
৪।	বইমেলা	৫।	একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা	৬।	সময়ের মূল্য
৭।	সমাজ জীবনে সংবাদ পত্র	৮।	শ্রমের মর্যাদা	৯।	একটি বনভোজনের অভিজ্ঞতা
১০।	তোমার জীবনে মায়ের ভূমিকা	১১।	তোমার প্রিয় সাহিত্যিক		
১২।	বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসকারী একজন নারীর আত্মকথা				

পত্র লিখন (ব্যক্তিগত পত্র)

১। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে ভাইকে পত্র।
২। বন্ধুর দিদির বিয়েতে যেতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে একটি পত্র।
৩। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে তোমার মতামত জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি লেখ।
৪। একটি বৃষ্টিমুখর দিনের কথা জানিয়ে বন্ধুকে পত্র।
৫। আজকের রুদ্ধশ্বাস প্রতিযোগীতার তীব্র দৌড়ের মাঝখানে অবকাশে গুরুত্ব যে খুব বেশি সে বিষয়ে তোমার মতামত জানিয়ে বন্ধুকে পত্র।

৬। কেন তুমি প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে পড়তে চাও তা জানিয়ে বাবা-মাকে চিঠি লেখ।
৭। তোমার জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে বন্ধুকে পত্র লেখ।
৮। 'বইয়ের বিকল্প নেই'একথা জানিয়ে ছোট বোনকে একটি পত্র।
৯। তোমার বন্ধু দাবা প্রতিযোগীতায় জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছে। তাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি পত্র লেখ।
১০। ঠান্ডা পানীয় এবং চটজলদি খাবার খাওয়া নিষেধ করে হস্টেলে থাকা ভাইকে একটি পত্র লেখ।
১১। ছোটো বোনকে বই পড়ার অভ্যাস সম্বন্ধে দিদির পত্র।

GRAMMAR

এককথায় প্রকাশ

১। অদিতির পুত্র
২। অল্প জলে আংশিক স্নান
৩। অনুসন্ধান করার ইচ্ছা
৪। অধ্যয়ণের বিরতি
৫। অশ্বরাখার স্থান
৬। অনুকরণ করা যায় না এমন
৭। অন্য উপায় নেই যার
৮। অন্য নামে
৯। অর্থহীন উক্তি
১০ আবক্ষ জলে নেমে স্নান
১১। পুরুষের উদ্দাম নৃত্য
১২। বিষ্ণুর গদা
১৩। পুরোহিতের বৃত্তি
১৪। পুরুষের কর্ণভূষণ
১৫। ব্যাকরণ জানেন যিনি
১৬। যে নারীর বিবাহ হয়নি
১৭। নিন্দার অযোগ্য
১৮। দান করার ইচ্ছা
১৯। দান করতে ইচ্ছুক
২০। দানের যোগ্য
২১। দেখবার ইচ্ছা
২২। থানার শাখা
২৩। চৈত্র মাসের ফসল
২৪। তরল অথচ গাঢ়
২৫। পতি পুত্র হীনা নারী
২৬। পুষ্পের মধু
২৭। বপন করা হয়েছে যা
২৮। শিষ্যের শিষ্য
২৯। শোক দূর হয়েছে যার
৩০। সুদে টাকা খাটানো
৩১। সত্য অথচ প্রিয় বাক্য
৩২। সংসারে বিরাগ
৩৩। পিষ্ট দ্রব্যের গন্ধ
৩৪। ঋণ গ্রহণ করেন যিনি
৩৫। ঋণ দান করেন যিনি
৩৬। ঋণ গ্রস্থ অবস্থা
৩৭। ঋষির দ্বারা উক্ত
৩৮। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধন
৩৯। দিনের শেষভাগ
৪০। দিনের মধ্যভাগ
৪১। দিবসের প্রথম ভাগ
৪২। দেখার যোগ্য
৪৩। দুই তার যুক্ত বাদ্যযন্ত্র
৪৪। দুগ্ধবতী গাভী
৪৫। দ্রুপদের কন্যা
৪৬। দেহরঞ্জনের দ্রব্যাদি
৪৭। দিনের প্রথম বিক্রয়লব্ধ মূল্য
৪৮। দুই বীরের যুদ্ধ
৪৯। দার পরিগ্রহ করেছে যে
৫০। দার পরিগ্রহ করেনি যে
৫১। বহুর ভাব
৫২। যাকে আহ্বান করা হয়নি
৫৩। শিবের ধনু
৫৪। যার চক্ষুলজ্জা নেই
৫৫। যা উদিত হয়নি

(বাক্য পরিবর্তন)

নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন-

১। খিদের জ্বালায় গৌরবি মাঝে মাঝে মেটে আলু সেদ্ধ করে খেয়েছে। (অস্ত্যর্থক > প্রশ্নবাচক)
২। বিনা বন্দুকেই বা যাচ্ছ কোথায় ? (প্রশ্নবাচক > নেতিবাচক)
৩। কি অদ্ভুত ধরনের ভীষণ সুন্দর দৃশ্য! (বিস্ময়সূচক > অস্ত্যর্থক)
৪। পালাও, পালাও, শংকর তাঁবু ওঠাও শিগগির। (অনুজ্ঞাসূচক > অস্ত্যর্থক)
৫। এদিকে পৃথিবী এমন কাঁপছে যে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। (নঞর্থক > অস্ত্যর্থক)
৬। ব্যস্ত হব না ? (প্রশ্নবাচক > অস্ত্যর্থক)
৭। সমুদ্র দেখিব বড়ো সাধ ছিল, সেই জন্যেই আসিয়াছি। (অস্ত্যর্থক > নঞর্থক)
৮। দেখিলেন সূর্য প্রকাশ হইয়াছে। অস্ত্যর্থক থেকে নঞর্থক বাক্যে পরিবর্তিত রূপটি হবে-
৯। আহা! কি দেখিলাম! জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না। অস্ত্যর্থক বাক্যের সঠিক রূপটি কি ?
১০। নিবারণ তো ভালো কথা বলেছে। প্রশ্নসূচক বাক্যে কি হবে ?
১১। দুজনে ধুন্ধুমার ঝগড়া লেগে গেল। বিস্ময়সূচক বাক্যে পরিবর্তিত করলে হবে -
১২। এইসব সময়ে বড় কষ্ট হয় গৌরবির। অস্ত্যর্থক থেকে নঞর্থক বাক্যে পরিবর্তিত রূপটি হবে-
১৩। তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি। অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে কি হবে ?

নির্দেশ অনুসারে বাক্য পরিবর্তন কর -

১। ওর ভিতর দিয়ে নাই বা গেলে। (অনুজ্ঞাবাচক)
২। কুবের কিছু বলে না। (ইতিবাচক)
৩। ইহার অন্ত নাই। (ইতিবাচক)
৪। অল্প কথায় বলুন। (নির্দেশক)
৫। সে আর নেই। (প্রশ্নবাচক)
৬। এতো শুধু খেলা নয়। (প্রশ্নবাচক)
৭। সুখি হও। (নির্দেশক)
৮। একটা কথাও কহিল না। (প্রশ্নবাচক)
১১। তোমাকে খেতে বলছি। (অনুজ্ঞাবাচক)
১২। তোমার মঙ্গল কামনা করি। (অনুজ্ঞাবাচক)
১৩। সে বেঁচে নেই। (প্রশ্নবাচক)
১৪। সে কি চোর ? (নির্দেশক)
১৫। আজ খুব শীত। (আবেগবাচক)
১৬। বড্ড তেতো। (আবেগবাচক)
১৭। বড় বিপদে পড়েছি। (আবেগবাচক)
১৮। সে ভয়ানক স্রোত। (আবেগবাচক)

৯। সে ভয়ে আর কথা কহিল না। (ইতিবাচক)
১০। বাবু শব্দ নানার্থ হইবে। (নেতিবাচক)
১৯। ভারী মজা হবে। (আবেগবাচক)
২০। আর কি পাইব তারে ? (নির্দেশক)

ব্যঞ্জনসন্ধি

[ক] **সন্ধি যুক্ত কর :-**

দিক্ + অন্ত	নিচ্ + অন্ত	ষট্ + অন্ত	দিক্ + অঙ্গনা	পশ্চাৎ + আগত	ভগবৎ + গীতা
সৎ + চরিত্র	উদ্ + জ্বল	যাবৎ + জীবন	তদ + লিপি	তদ + সম	দুহ্ + ত
দহ্ + ত	স্ব + ছন্দ	বৃক্ষ + ছায়া	যাচ্ + না	যজ্ + ন	উদ্ + নথি
দন্ + শন	প্রশন্ + সা	সম্ + চয়	সম্ + ন্যাসী	বসুম্ + ধরা	পতম্ + গ

[খ] **সন্ধি বিচ্ছেদ কর :-**

সংকল্প	অহংকার	সংঘাত	সংরক্ষণ	উত্থাপন	ষষ্ঠ	হৃষ্ট
বৃষ্টি	তস্কর	একাদশ	আশ্চর্য	হরিশ্চন্দ্র	প্রায়শ্চিত্ত	পরস্পর
কিন্তু	গন্তব্য	হিংসা	বৃহস্পতি	দ্যুলোক	পুংলিঙ্গ	ষোড়শ

সাধু ও চলিত ভাষা

নির্দেশমত সাধু ও চলিত ভাষায় রূপান্তরিত কর।

১। পাখির বাসা হইতে বাচ্চা চুরি করিয়া আনিতাম আনিয়া তাহার মায়ের মত যত্নে তাহাকে পালন করিতাম। **[সাধু > চলিত]**
২। আগামীকাল থেকে শুরু হবে কাজ, আমাদের একনিষ্ঠ সাধনা ও অবিচল বিশ্বাসের দ্বারাই আমরা আমাদের ধ্যানের ভারতবর্ষকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করব। **[চলিত > সাধু]**
৩। প্রকান্ড একটা ময়ূর মাথার উপরেই এক গাছের ডালে বসিয়া, একজন সিপাহী বন্দুক লইয়া আসিয়াছিল, সে গুলি করিতে গেল, আমি বারণ করিলাম। **[সাধু > চলিত]**
৪। নক্ষত্ররায় কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। **[সাধু > চলিত]**
৫। অবশেষে আমি খ্যাংড়া কাঠিটি তুলিয়া লইলাম। **[সাধু > চলিত]**
৬। বাইশ বছর আগে আমি বিজ্ঞান অধ্যাপনাকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। **[চলিত > সাধু]**
৭। মনসা দেবীর বরে তাহারা জীবন লাভ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। (চলিত ভাষা)
৮। গান শুনতে শুনতেই দেখলাম কিছু উৎসাহী শ্রোতা টেপ-রেকর্ডে গান তুলে নিচ্ছেন। (সাধু ভাষা)
৯। সে অন্য পথ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। (চলিত ভাষা)
১০। এক-একদিন মহাভারতের যুদ্ধের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হয় যুদ্ধ জিনিসটা মহাভারতে বড়ো কম লেখা আছে। (চলিত)
১১। অনেক বেলায় সে রৌদ্রে ঘুরে রাঙা মুখে বাড়ি ফিরত। (সাধু ভাষা)
১২। ওরা বুঝতে পারল, নন্দাঘুন্টির এইটেই হল শেষ প্রতিরোধ এবং সে সহজে পথ দেবে না। (সাধু ভাষা)
১৩। একটি মানুষকেও ছেড়ে দেওয়া হল না। (সাধু ভাষা)
১৪। একদিন ভেবেছিলাম তোমার চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ। (সাধু ভাষা)
১৫। এ কয়দিনে দয়াময়ীর সম্মুখে বহুসংখ্যক ছাগ বলি হইয়া গিয়াছে। (চলিত ভাষা)
১৬। নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?' (চলিত ভাষা)
১৭। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে লইবার নিমিত্ত আমার মন এমন উৎসুক হইতেছে(চলিত)
১৮। সাহস করিয়া বলিতে হইবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না। (চলিত ভাষা)
১৯। যিশু বলত, ধনীর কখনও স্বর্গরাজ্য লাভ হবে না। (সাধু ভাষা)
২০। এদের কাছে ঠাকুরের সুমুখে দিব্যি করেছি যে আমি লাঠি সড়কি আর ছোঁব না। (সাধু ভাষা)
২১। ভাগ্য আমাদের সেই চেষ্টা দেখিয়া অট্টহাস্য করিতেছে। (চলিত ভাষা)
২২। আমার কেবলই মনে হচ্ছে সূর্যাস্তের দিক থেকে সূর্যোদয়ের পথে যাত্রা করেছি। (সাধু ভাষা)

SYLLABUS FOR FINAL-TERM

সাহিত্য : **গদ্য :** দেবসভায় বেহুলা, অরবিন্দ প্রসঙ্গ

পদ্য : জীবন বন্দনা, বাল্মীকি বন্দনা, ছোটোর দাবী

সহায়ক পাঠ : জাহানারা, যোগেন পন্ডিত

ব্যাকরণ : বাক্যের শ্রেণীবিভাগ (অর্থগত), এককথায় প্রকাশ, সন্ধি (ব্যঞ্জনসন্ধি), সাধু ও চলিত

নির্মিতি : অনুচ্ছেদ, পত্র লিখন, বোধপরীক্ষণ